# ইউনিট 2

# সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
## (Historical Background of Social Work Profession)

### ভূমিকা

স্যার উইলিয়াম বিভারিজ

আধুনিক সমাজকর্মের জন্মকালের ব্যাপ্তি বেশি দিনের না হলেও মানুষের মধ্যে কল্যাণ বা সেবার মনোভাবের সূত্রপাত ঘটে সভ্যতার আদিলগ্ন থেকেই। মানব সভ্যতার প্রারম্ভেই পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা ও সেবার সহজাত মনোবৃত্তি মানুষকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। আর এ ধরনের কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা থেকেই সমাজকল্যাণের যাত্রা শুরু। এই প্রচেষ্টাই পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধাপে ধাপে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও সুসংগঠিত পেশাদার সমাজকর্ম হিসেবে বিকশিত হয়েছে। তবে এর বীজ অংকুরিত হয় মূলত ইংল্যাণ্ডে। প্রাথমিক পর্যায়ে দানশীলতা থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়, কিন্তু সময়ের আবর্তে মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের সাথে সাথে সেবামূলক কার্যক্রম ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় অতিক্রম করে সরকারের হস্তক্ষেপে আইন প্রণয়ন ও নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে একটি স্থায়ী ও বৈজ্ঞানিক রূপরেখা লাভ করে। আর এই সেবামূলক কর্মসূচি পরবর্তিতে আমেরিকায় আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক রূপ পরিগ্রহ করে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়।

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**

পাঠ-২.১ : দরিদ্র আইনের ধারণা
পাঠ-২.২ : সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দরিদ্র আইনের ভূমিকা– ১৬০১, ১৮৩৪, ১৯০৫ এবং ১৯৪২
পাঠ-২.৩ : সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দানসংগঠন সমিতির ভূমিকা ও কার্যক্রম
পাঠ-২.৪ : সমাজকর্ম পেশার বিকাশে ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স'র ভূমিকা ও কার্যক্রম
পাঠ-২.৫ : সমাজকর্ম পেশার বিকাশে কাউন্সিল অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন'র ভূমিকা ও কার্যক্রম
পাঠ-২.৬ : শিল্পবিপ্লবের ধারণা
পাঠ-২.৭ : আর্থ-সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের প্রভাব
পাঠ-২.৮ : সমাজকর্ম পেশার বিকাশে শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা

## পাঠ-২.১ দরিদ্র আইনের ধারণা (Concept of Poor Law)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

২.১.১ দরিদ্র আইন কী তা বলতে পারবেন।
২.১.২ দরিদ্র আইনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ২.১.১ দরিদ্র আইন কী?

প্রাক-শিল্পযুগে ইংল্যাণ্ডে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দরিদ্র সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সুসংগঠিত উপায়ে সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সমস্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দারিদ্র্য সমস্যা মোকাবিলায় সরকারি কার্যক্রমের বেশির ভাগই ছিল শাস্তি ও দমনমূলক। যার ফলে ১৩৪৯ থেকে ১৬০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে ইংল্যাণ্ডে

শাসক শ্রেণি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, দমনমূলক পদ্ধতি নয় বরং জনগণের সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। আর এ ধরনের মনোভাবের প্রেক্ষিতে ইংল্যাণ্ডে পরবর্তী সময়ে বেশ কতগুলো কার্যকরী আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনগুলো সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এবং দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের সেবায় নিয়োজিত। সুতরাং বলা যায় যে, দরিদ্র আইন হলো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দরিদ্রদের সাহায্যদানের জন্য একটি আইনগত পদক্ষেপ যা ইংল্যাণ্ডের অসহায় ও দরিদ্র জনগনের অভাব মোচনের জন্য একটি সরকারি অনুশাসনের দৃষ্টান্ত।

### ২.১.২ দরিদ্র আইনের ধারণা

মূলত বিশ শতকের পূর্বে ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকাতে সরকার প্রণীত দরিদ্রদের নিয়ন্ত্রণ ও দমনমূলক আইনের সমষ্টি দরিদ্র আইন হিসেবে পরিগণিত হতো। দরিদ্রদের অর্থনৈতিক মুক্তি, সামাজিক সেবা প্রদান, দরিদ্রদের নিয়ন্ত্রণ অথবা দ্রারিদ্র্য প্রসার প্রতিরোধকল্পে গৃহীত আইনগত সেবা ব্যবস্থাকে দরিদ্র আইন নির্দেশ করা হয়। দরিদ্র আইন দরিদ্রাগার স্থাপন, ত্রাণ ও সাহায্য পাওয়ার যোগ্য ও অযোগ্য হিসেবে দরিদ্র শ্রেণিবিভাগ এবং ভিক্ষাবৃত্তি নিরুৎসাহিতকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের আইনগত ভিত্তি দান করে।

দরিদ্র আইনগুলোর মধ্যে রাজা অষ্টম হেনরী প্রণীত দরিদ্র আইন, এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন, শ্রমিক আইন এবং দরিদ্র আইন সংস্কার ১৮৩৪ তে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। চতুর্দশ শতকে ইংল্যাণ্ডে এমন কতগুলো সমস্যার উদ্ভব হয় যা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। সামন্ততন্ত্রের অবসান, ভিক্ষাবৃত্তির প্রচলন, কর্মসংস্থানের অভাব, কালো মৃত্যু, জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের উদ্ভব, শিল্পবিপ্লবের সূচনা প্রভৃতি দারিদ্র্য অবস্থাকে চরম পর্যায়ে উপণীত করে। আর এই সমস্যা মোকাবিলায় ১৩৪৯ সালে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড সর্বপ্রথম শ্রমিক আইন প্রণয়ন করেন। এটা তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বিরাজমান দারিদ্র্য সমস্যার মূলোৎপাটনে গতিশীলতা বৃদ্ধি করে।

ইংল্যাণ্ডে সরকারি পর্যায়ে দারিদ্র্য সমস্যা মোকাবিলায় সর্বপ্রথম গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন রাজা অষ্টম হেনরী। ১৫৩১ সালে তিনি যে আইন প্রণয়ন করেন সেটিই অষ্টম হেনরী আইন নামে পরিচিতি। ১৫৩৬ সালে রাজা অষ্টম হেনরী দরিদ্রদের সাহায্য দানের জন্য অপর একটি আইন পাস করে প্রকাশ্যে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করার একটি ভিত্তি স্থাপন করেন। এছাড়াও ১৫৫৩, ১৫৭২, ১৫৭৬ ও ১৫৯৭ সালের আইনের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডে সরকারি উদ্যোগে পর্যায়ক্রমে সার্বিকভাবে দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গঠনমূলক সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়।

## সারসংক্ষেপ

দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের অন্যতম বাহক দরিদ্র আইনসমূহ। যদিও ধর্মীয় অনুভূতি ও মানবসেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দানশীলতা ও অন্যান্য সেবাকার্যক্রম প্রচলিত ছিল তথাপি সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বিরাজমান সমস্যাকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। তাই এসব সমস্যা মোকাবিলায় সরকারি উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে যায় বহুগুণে। এরই ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন সময়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণীত হয় দরিদ্র আইনসমূহ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। দারিদ্র্য শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

ক) Poor খ) Want

গ) Poverty ঘ) Promotion

২। রাজা অষ্টম হেনরী কত সালে আইন প্রণয়ন করেন?

ক) ১৫৩১ খ) ১৫৩২

গ) ১৫৩৩ ঘ) ১৫৩৪

# পাঠ-২.২ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দরিদ্র আইনের ভূমিকা– ১৬০১, ১৮৩৪, ১৯০৫, এবং ১৯৪২ সালের আইনসমূহ (Role of Poor Laws in The Development of Social Work Profession- Laws of 1601, 1834, 1905 and 1942)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

২.২.১ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দরিদ্র আইনের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।
২.২.২ ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
২.২.৩ ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন সংস্কার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
২.২.৪ ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
২.২.৫ ১৯৪২ সালের বিভারিজ রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

## ২.২.১ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দরিদ্র আইনের ভূমিকা

একটি পরিপূর্ণ পেশা হিসেবে সমাজকর্ম একদিনে বিকশিত হয়নি। পেশাদার সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় ইউরোপে আর এর পূর্ণতা ঘটে আমেরিকায়। যদিও পেশাদার সমাজকর্মের কেন্দ্রস্থল আমেরিকা তথাপি সমাজকর্মকে পেশাদার মর্যাদায় উন্নীত করার পেছনে ইংল্যাণ্ডের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ইংল্যাণ্ড দুঃস্থ ও দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধন এবং ভিক্ষাবৃত্তি ও দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য কতিপয় বিশেষ আইন প্রণয়ন করে। এসব আইনের মধ্যে ১৫৩৬, ১৫৭২, ১৫৯৮, ১৬০১, ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইনসমূহের ভূমিকা অন্যতম।

দরিদ্র আইনের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডে সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে সরকারি দায়িত্বের স্বীকৃতি ও ভূমিকার সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সনাতন সমাজকল্যাণ আধুনিক সমাজের বহুমুখী জটিল সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হলে পেশাদার সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয়। ধর্মীয় প্রথা ও প্রতিষ্ঠানাদির পাশাপাশি যেমন দরিদ্র আইনসমূহের বিকাশ ঘটে এবং দরিদ্রদের সাহায্যকার্যে সরকারের পরিকল্পিত পদক্ষেপ ও কর্মসূচির ভিত রচনায় উক্ত আইনসমূহ বিশেষ ভূমিকা পালন করে তেমনি বিশেষ স্থান দখল করে আছে এবং সমাজকর্মের ইতিহাসে এক বিবর্তনস্বরূপ পেশাগত মান অর্জনে সহায়তা করেছে। ইংল্যাণ্ডের দরিদ্রদের সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমেরিকানরা তাদের দেশে সমাজসেবা শুরু করে। কালক্রমে এই সেবা পেশাগত আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। যার জন্য আজ সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই আইন সমাদৃত।

## ২.২.২ ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন

ইংল্যাণ্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সমস্যা সমাধান, ভিক্ষাবৃত্তি, ভবঘুরে ও বেকারত্ব রোধ এবং দুঃস্থদের সহায়তার লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনগুলোর মাধ্যমে দরিদ্রদের সাহায্যার্থে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান, তহবিল গঠন, শ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট কার্যনীতি, স্থানীয় ইউনিট ও ওভারসিয়ার নিয়োগের মাধ্যমে সাহায্যকার্য পরিচালনা করা হতো। এছাড়া দরিদ্রদের এলাকাভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করে সমাজকল্যাণ বা সেবাদান কার্যক্রম পরিচালনাসহ সক্ষম ভিক্ষকুদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজে নিয়োগসহ বহুমুখী কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ইংল্যাণ্ডে ১৩৪৯ থেকে ১৫৯৭ সাল পর্যন্ত প্রণীত বিভিন্ন দরিদ্র আইনের পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি কার্যকরী দরিদ্র আইন ১৬০১ গৃহীত হয়। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এটিই বিখ্যাত ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন নামে পরিচিত।

### ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের বিধানসমূহ ও সাহায্যদান নীতি

ক. সেইসব দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিকে সাহায্যদানের তালিকাভূক্তি হতে বিরত রাখা যাদের পরিবার বা সম্পদশালী আত্মীয়স্বজন তাদের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম।
খ. প্যারিশ শুধুমাত্র সেইসব দুঃস্থ ও দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্যদানের জন্য তালিকাভুক্ত করবে যারা প্যারিশের বাসিন্দা অথবা তিনবছর ধরে সংশ্লিষ্ট প্যারিশে বসবাস করছে।
গ. সক্ষম ভিক্ষুক ও স্বচ্ছল আত্মীয় স্বজনসম্পন্ন ভিক্ষুকদের সাহায্য দেয়া ও নেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।
ঘ. ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে দুঃস্থ ও দরিদ্রদেরকে সাহায্য দানের সুবিধার্থে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয় :

১. **সক্ষম দরিদ্র :** এ আইনে যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম কিন্তু কাজ না করে ভিক্ষাবৃত্তি করে তাদেরকে সক্ষম দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এদেরকে ভিক্ষাদানে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং অন্য প্যারিশ (এলাকা) থেকে আগত দরিদ্রদের নিজ প্যারিশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এ ধরনের দরিদ্রদের সংশোধনের জন্য সংশোধনাগার কিংবা শ্রমাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হয় এবং অনিচ্ছা প্রকাশ করলে কারাগারে প্রেরণ করে শাস্তি দেওয়া হতো।

২. **অক্ষম দরিদ্র :** যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে কোনো কাজ করতে অক্ষম তাদেরকে অক্ষম দরিদ্র বলা হয়। রুগ্ন, বৃদ্ধ, অন্ধ, বধির, পঙ্গু, শিশুসন্তানসহ মা এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে সামর্থ অনুযায়ী কাজ দিয়ে দরিদ্রাগারে রাখা হতো এবং ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হতো। যাদের বাসস্থান ছিলো এবং যদি মনে হতো তাদেরকে স্থানে রেখে ভরণপোষণ কম ব্যয়বহুল তাহলে তাদেরকে ওভারসিয়ার (সরকার নিযুক্ত সমাজকর্মী) এর তত্ত্বাবধানে বহিঃসাহায্য প্রদানের বিশেষত খাদ্য, বস্ত্র, জ্বালানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হতো।

৩. **নির্ভরশীল বালক-বালিকা :** এতিম, পরিত্যক্ত ও দরিদ্র পরিবারের সন্তান– যাদের পিতামাতা পলায়ন করেছে বা ভরণপোষণে অক্ষম এ ধরনের দুঃস্থ বালক-বালিকারাই এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এ আইনের আওতায় এসব বালক-বালিকাদের ভরণপোষণের ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়েকটি বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়। যেমন :

**প্রথমত :** কোনো স্বচ্ছল নাগরিক বিনা খরচে নির্ভরশীলদের দায়িত্ব নেয়ার ইচ্ছাপোষণ করলে শর্তহীনভাবে তাদের নিকট দত্তক দেয়া হতো।

**দ্বিতীয়ত :** অনুরূপ সম্ভব না হলে সবচেয়ে কম খরচে দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করা হতো।

**তৃতীয় :** আট বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের বালক-বালিকারা যারা গৃহস্থালি বা অনুরূপ কাজের যোগ্য তাদেরকে শিক্ষানবীশ হিসেবে কোনো নাগরিকের নিকট চুক্তিবদ্ধ করে দত্তক দেয়া হতো। এই চুক্তি অনুযায়ী ছেলেরা ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত এবং মেয়েরা ২১ বছর বা বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য থাকতো।

### ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইনের তাৎপর্য

ইংল্যাণ্ড তথা সারাবিশ্বে দরিদ্রদের কল্যাণে গৃহীত প্রথম পরিকল্পিত আইনগত পদক্ষেপ হলো ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে সরকারি দায়-দায়িত্বের স্বীকৃতি হিসেবে এই আইনটির তাৎপর্য বর্তমানেও গুরুত্বসহ বিবেচনা করা হয়। সামন্তসমাজ ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ও শিল্পবিপ্লবের পূর্বলগ্নে ইংল্যাণ্ডে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য নিয়ন্ত্রণ, ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে নিয়ন্ত্রণ এবং দুঃস্থ অসহায়দের কার্যকরী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন প্রবর্তন করা হয়। সমাজকল্যাণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কর্মী (ওভারসিয়ার) নিয়োগের সূচনাও হয় সম্ভবত এই আইনের মাধ্যমে। অনেকেই ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটিকে পেশাদার সমাজকর্মের জন্ম-ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন।

### ২.২.৩ ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন সংস্কার

রাজা অষ্টম হেনরীর ১৫৩১ সালে দরিদ্র আইন প্রণয়ন হতে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে শিল্পায়ন ও শহরায়নের প্রসার, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়ন, নতুন নতুন দার্শনিক মতবাদ, প্রচলিত দরিদ্র আইনের ব্যর্থতা ইত্যাদি ঘটনার প্রভাবে সমাজ জীবনের বিভিন্ন অসঙ্গিত অনুভূত হতে থাকে। এছাড়াও এ সময়ে দরিদ্র আইন অনুশীলনের তীব্র বিরোধিতা, দরিদ্র কর সম্পর্কে জনগণের অসন্তুষ্টি, দারিদ্র্যের প্রসার এবং প্রচলিত সাহায্য দান প্রক্রিয়া দরিদ্রদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যার ফলে সরকারকে দরিদ্র আইন প্রণয়নের দুই শতাব্দী পরে এসব আইন সংস্কারের জন্য নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করতে হয়। যার প্রেক্ষিতেই ১৮৩২ সালে পার্লামেন্ট কর্তৃক দরিদ্র আইনসমূহের প্রয়োগ ও কার্যকারিতা অনুসন্ধান বিষয়ক জাতীয় কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল প্রচলিত দরিদ্র আইনগুলো বাস্তবায়নের দুর্বলতা অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করা। কমিশন দীর্ঘ দু'বছর প্রচলিত দরিদ্র আইন প্রশাসন এবং ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি কাউন্টির কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করে ১৮৩৪ সালে দরিদ্র আইন সংশোধন সম্মলিত সুপারিশমালা পেশ করেন। কমিশন প্রচলিত সাহায্য ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ছয়টি সুপারিশ পেশ করেন। এগুলো হলো :

১. ১৭৯৫ সালের স্পিন হ্যামল্যাণ্ড এ্যাক্ট কর্তৃক প্রচলিত আংশিক সাহায্য ব্যবস্থার বিলোপ সাধন;

২. সকল সক্ষম ও কর্মক্ষম সাহায্য প্রার্থীকে শ্রমাগারে প্রেরণ করা;

৩. শুধুমাত্র অক্ষম, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও সন্তানসন্ততিসহ বিধবাদের বহিঃসাহায্যের ব্যবস্থা করা;
৪. দরিদ্র আইন ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্যারিশের সাহায্য ব্যবস্থার প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
৫. সাহায্যপ্রার্থীর জীবনমান ও সামাজিক মর্যাদা নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ে রাখা; এবং
৬. রাজা কর্তৃক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা।

১৮৩২ সালে গঠিত রাজকীয় কমিশনের সুপারিশগুলোই পরবর্তীতে ১৮৩৪ সালে ১৪ আগস্ট আইনে পরিণত হয়, যা ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইনসংস্কার নামে পরিচিত।

### ১৮৩৪ সালের দরিদ্র সংস্কার আইনের বৈশিষ্ট্য

এই সংস্কার আইনেও ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইনের বিধানসমূহের ন্যায় সক্ষম দরিদ্রদের জন্য কঠোর পরিশ্রমের শর্ত আরোপ করা হয়। তাদের সাথে কয়েদিদের ন্যায় আচরণ, মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে দরিদ্রদের আত্মমর্যাদায় আঘাত হানা হয় এবং তাদের প্রতি কঠোর ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অনেকের মতে এই আইনে দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়নের চেয়ে দরিদ্র সাহায্য খাতে ব্যয় হ্রাস করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়।

### ১৮৩৪ সালের দরিদ্র সংস্কার আইনের নীতি

রাজকীয় কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইনসংস্কার কার্যকরীকরণে কর্মযোগ্যতার নীতি, শ্রমাগার পরীক্ষা পুণঃপ্রবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভুক্তকরণ নীতিসমূহকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এছাড়াও এই আইনের মাধ্যমে সরকারের দরিদ্র আইন বাস্তবায়নের ব্যয়ভার অনেকাংশে হ্রাস করতে সক্ষম হয়। রোগ প্রতিরোধের জন্য সরকারিভাবে টিকাদানের ব্যবস্থা করা হয়। দারিদ্র্য দূর করা হয় এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে দরিদ্ররা নিজেদের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়।

## ২.২.৪ ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশন

ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থায় সৃষ্ট দারিদ্র্য সমস্যার পাশাপাশি বেকারত্ব সমস্যা বিভিন্ন সময়ে ত্রাণসাহায্য কার্যক্রমকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এ সময় ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের উন্নত প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ইংল্যাণ্ডের অধিকাংশ জনপ্রিয় কয়লার খনিগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিশাল সংখ্যক শ্রমিক বেকারত্বের শিকার হয়ে পরিবার পরিজনসহ সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়। এমতাবস্থায় শ্রমাগার ও বেসরকারি দান সংগঠনগুলোতে অনির্দিষ্টকালীন আশ্রয় ও সাহায্যদানের অপর্যাপ্ততা পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় জাতীয় জরুরি তহবিল গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

বেকারত্বের এমন জটিল পরিস্থিতিতে তখনকার ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টি তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দরিদ্র আইন সংস্কার ও বেকারদের সহায়তাদানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। ফলশ্রুতিতে ১৯০৫ সালে লর্ড জর্জ হ্যামিল্টনকে সভাপতি করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট Royal Commission of the Poor Laws and Relief of Distress গঠন করেন। কমিশন নিচের সুপারিশমালা সরকারের নিকট পেশ করেন।

১. দরিদ্র আইন ইউনিয়ন ও অভিভাবক বোর্ডের কাউন্টি পরিষদ গঠন এবং স্থানীয় ত্রাণ সাহায্য প্রশাসনের সংখ্যা কমিয়ে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা।
২. প্রচলিত শাস্তিমূলক দরিদ্র সাহায্য কর্মসূচির বিলোপ সাধন করে মানবীয় সরকারি সাহায্য কর্মসূচির প্রবর্তন করা।
৩. মিশ্র দরিদ্রাগারের বিলোপ সাধন করে মানসিক প্রতিবন্ধী ও মানসিক অসুস্থদের হাসপাতালে চিকিৎসা করা এবং শিশুদের দত্তক পরিবার অথবা আবাসিক স্কুলে রাখার ব্যবস্থা করা।
৫. প্রবীণদের জন্য জাতীয়ভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা, দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে হাসপাতাল সুবিধা, বেকার ও অক্ষমদের জন্য সামাজিক বীমা কর্মসূচি ও বিনামূল্যে সরকারি কর্মসংস্থান সেবা সুবিধা প্রবর্তন করা।

১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশনের উপর্যুক্ত বাস্তবমুখী সুপারিশমালা ইংল্যাণ্ডের সমাজসেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। দরিদ্রদের সাহায্যদানের চেয়ে নিরাপত্তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন

কমিশনের সুপারিশমালার পরিপ্রেক্ষিতে ইংল্যাণ্ডে ১৯০৫ সালের খাদ্য আইন, ১৯০৭ সালের শিক্ষা আইন, ১৯০৮ সালের বৃদ্ধকালীন পেনশন আইন, ১৯০৯ সালের শ্রমিক বিনিময় আইন, ১৯১১ সালের জাতীয় বীমা আইন, ১৯২৫ সালের বিধবা, এতিম ও বৃদ্ধ পেনশন আইন ও ১৯৩১ সালের জাতীয় অর্থনীতি আইনসমূহ গৃহীত হয় যা দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হয়।

## ২.২.৫ বিভারিজ রিপোর্ট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইংল্যাণ্ডে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পাশাপাশি ব্যাপক সামাজিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। ফলে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ একদিকে যেমন জটিলরূপ ধারণ করে। অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার মতো নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। আর এটা প্রতিরোধের জন্য প্রচলিত সেবামূলক কর্মসূচির পরিকল্পিত ও গঠনমূলক সংস্কার সাধন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। প্রচলিত সমাজসেবার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে একটি বাস্তবমুখী নতুন ধারা প্রবর্তনে ও ফলপ্রসূ সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতির উদ্ভাবনে বিভারিজ রিপোর্ট ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে অনন্য সাধারণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ১৯৪১ সালে ইংল্যাণ্ডে তৎকালীন লেবার পার্টির পূণর্গঠন মন্ত্রী আর্থার গ্রীনউড পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্যার উলিয়াম হেনরী বিভারিজ এর নেতৃত্বে সামাজিক বীমা ও সংশ্লিষ্ট সেবা সম্পর্কিত আন্তঃবিভাগীয় কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটির উপর ব্রিটিশ সমাজসেবা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। স্যার উলিয়াম বিভারিজের নামানুসারে এটি বিভারিজ কমিটি নামে খ্যাত। বিভারিজ কমিটি ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে রিপোর্ট পেশ করেন যা সমাজসেবার ইতিহাসে বিভারিজ রিপোর্ট হিসেবে পরিচিত। বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশের মূল লক্ষ্য ছিল ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবনকে অভাবমুক্ত করা এবং কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধকসমূহ অপসারণের মাধ্যমে সমাজে সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। উক্ত রিপোর্টে বিভারিজ সমাজকল্যাণের প্রতিবন্ধক প্রধান ৫টি সমস্যাকে 'পঞ্চ দৈত্য' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই পঞ্চ দৈত্যসমূহ হলো– অভাব, রোগ-ব্যাধি, অজ্ঞতা, মলিনতা এবং অলসতা। এই পঞ্চ দৈত্যসমূহ মানবসমাজের অগ্রগতিতে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। বিভারিজের মতে এ পাঁচটি দৈত্য অপসারণের মাধ্যমেই সমাজের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা যায়।

ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের ভিত্তি হিসেবে রিপোর্টে ৫ ধরনের নিরাপত্তা কর্মসূচির কথা উল্লেখ করা হয়। এগুলো হলো :

১. একটি একীভূত, সমন্বিত ও পর্যাপ্ত সামাজিক বীমা কর্মসূচি প্রবর্তন করা;
২. জাতীয় বীমার সুবিধা বহির্ভূত জনগণের জন্য জাতীয় কর্মসূচিভিত্তিক সরকারি সাহয্যের ব্যবস্থা করা;
৩. প্রথম শিশুর পরবর্তী প্রত্যেক শিশুর জন্য সাপ্তাহিক শিক্ষা ভাতা প্রদান করা;
৪. সর্বস্তরের জনসাধারণের জন্য ব্যাপকভাবে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও পূনর্বাসন সেবা প্রদান করা; এবং
৫. অর্থনৈতিক বিপর্যয়কালে ব্যাপক গণবেকারত্ব প্রতিরোধে সরকারিভাবে পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল শুধু বিশেষ শ্রেণির জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন নয় বরং সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা। বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশ মোতাবেক পারিবারিক ভাতা দান, জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা ও জাতীয় সাহায্য এই তিনটি কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়। এই রিপোর্টের মূল বৈশিষ্ট্য হলো জনসাধারণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির প্রবর্তন ও প্রতিকারমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন। সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সমাজজীবনকে আর্থ-সামাজিক মুক্তির দারপ্রান্তে পৌঁছানোর একটি কার্যকরী নকশা প্রণয়ন করে বিভারিজ রিপোর্ট। বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তীতে যেসব সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয় তা হলো :

ক. ১৯৪৫ সালের পারিবারিক ভাতা আইন
খ. ১৯৪৫ সালের জাতীয় বীমা আইন
গ. ১৯৪৬ সালের জাতীয় বীমা (শিল্পদুর্ঘটনা) আইন
ঘ. ১৯৪৬ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা আইন।
ঙ. ১৯৪৮ সালের জাতীয় সাহায্য আইন

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বিভারিজ রিপোর্ট ব্রিটিশ জনগণের অভাব এবং অন্যান্য সামাজিক ক্ষতির বিরুদ্ধে পরিকল্পিত নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেয় এবং পরবর্তীতে ইংল্যাণ্ডকে কল্যাণ রাষ্ট্রে রূপান্তরে সহায়তা করে।

## সারসংক্ষেপ

দরিদ্র আইন মূলত ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবনে সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। সমাজসেবার ক্ষেত্রে এই দরিদ্র আইনসমূহে দেখা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে সময়ের দাবিতে সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হলেও পরবর্তীতে দরিদ্রদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারি পৃষ্ঠ-পোষকতায় বিভিন্ন সময়োপযোগী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে গঠনমূলক সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়। শুধু তাই নয় এসব আইনে দরিদ্র সাহায্যকে সরকারি দায়িত্ব হিসেবে স্বীকার করে নেয়ায় একদিকে যেমন সরকারি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে সমাজসেবার ক্ষেত্রে নতুনমাত্রা সংযোজিত হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোন রাজা প্রথম দরিদ্র আইন প্রণয়ন করেন?
ক) রাজা অষ্টম হেনরি খ) রাজা জুয়ান কার্লেস
গ) পঞ্চম হেরাল্ড ঘ) তৃতীয় এডওয়ার্ড

২। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে দরিদ্রদের কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

৩। কতসালে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন সংস্কার করা হয়?
ক) ১৮৩০ সালে খ) ১৮৩২ সালে
গ) ১৮৩৪ সালে ঘ) ১৮৩৬ সালে

৪. বিভারিজ রিপোর্টে কয় ধরনের নিরাপত্তা সুপারিশ পেশ করা হয়?
ক) ৩ ধরনের খ) ৫ ধরনের
গ) ৭ ধরনের ঘ) ৯ ধরনের

## পাঠ-২.৩ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দান সংগঠন সমিতির কার্যক্রম ও ভূমিকা (Activities and Role of Charity Organization Society in the Development of Social Work Profession)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

২.৩.১ দান সংগঠন সমিতি কী তা বলতে পারবেন ।

২.৩.২ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দান সংগঠন সমিতির কার্যক্রম ও ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

### ২.৩.১ দান সংগঠন সমিতি কী?

আধুনিক সমাজকল্যাণের বিবর্তনে এবং সমাজকর্মকে পেশার পর্যায়ে উপনীত হতে ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার দান সংগঠন আন্দোলন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সনাতন সমাজকল্যাণের ধারাকে পেশাগত মর্যাদা ও বৈজ্ঞানিক রূপ প্রদানে দান সংগঠন সমিতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দানশীলতা মানবসেবার সবচেয়ে প্রাচীন ও সনাতন প্রথা। পূর্বে

সমাজসেবা কার্যক্রম অসংগঠিত উপায়ে পরিচালনা করা হতো। পরবর্তীতে আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সমাজসেবা কার্যক্রম সংগঠিত ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যেই ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় উনবিংশ শতাব্দীতে দান সংগঠন আন্দোলন গড়ে উঠে। এই আন্দোলনের ফলেই গড়ে উঠে নতুন সমাজকল্যাণ সংগঠন Charity Organization Society (COS)। দান সংগঠন সমিতি ১৮৬৯ সালে যেমন ইংল্যাণ্ডের দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায়দের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সাহায্য দানে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ ও ভূমিকা পালন করে তেমনি ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে আমেরিকাতেও ১৮৭৭ সালে দান সংগঠন সমিতি গড়ে উঠে।

## ২.৩.২ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দান সংগঠন সমিতির কার্যক্রম ও ভূমিকা

পেশাগত সংগঠন যে কোনো পেশার বিকাশ ও উন্নয়নে অপরিহার্য। পেশাদার ব্যক্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং স্বার্থ সংরক্ষণে পেশাগত সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় সমাজকর্ম পেশার বিকাশে যেসব আন্দোলন ও সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সেগুলোর মধ্যে দান সংগঠন সমিতি অন্যতম। ১৮৯৩ সালে এ্যানা এল. ডয়েস শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সমাজকর্মে প্রশিক্ষণ দানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৮৯৮ সালে নিউইয়র্ক শহরে সমাজকর্মের উপর প্রথম প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমেই পেশাগত সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে এটি নিউইয়র্ক স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক এ উন্নীত হয়। আর্থ-সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্য দান সংগঠন সমিতির স্বেছাসেবকগণকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দানের প্রয়োজনীয়তা থেকেই পরবর্তীতে এ্যানা এল. ডয়েস সমাজকর্মে প্রশিক্ষণদানের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এভাবেই সমাজকর্ম পেশার বিকাশে দান সংগঠন সমিতি প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

### ইংল্যাণ্ডে দান সংগঠন সমিতি

চার্চভিত্তিক সংগঠন এবং মানবহিতৈষী সমিতিগুলোর মধ্যে মতভেদ ও বিবাদ দূরীকরণ এবং সরকারি বেসরকারি সংস্থার কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ১৮৬৮ সালে রেভারেণ্ড হেনরি সলি একটি বোর্ড গঠনের সুপারিশ করেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৮৬৯ সালে লণ্ডনে "ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ ও ত্রান সংগঠন সমিতি" গঠিত হয়। উক্ত সমিতিকে পরবর্তীতে দান সংগঠন সমিতি নামে পুনঃনামকরণ করা হয়। মূলত দান সম্পর্কিত বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটানো, ব্যক্তিগত ও সরকারি ত্রাণব্যবস্থার সমন্বয়ের উন্নয়ন, অনুকূল পরিবেশে দরিদ্রদের সাহায্য করার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও সেবার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্রদের দরিদ্র দশা থেকে উত্তোরণের জন্য এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যেসব মনীষীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁদের মধ্যে স্যার স্টুয়ার্ট লুই, রিচার্ড গ্রীন, ওকটাভিয়া হিল, এডওয়ার্ড ডেনিসন, স্যামুয়েল বানেট উল্লেখযোগ্য।

দান সংগঠন সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন ত্রাণ সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। এছাড়াও এই সমিতির উদ্দেশ্য হলো :

১. পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য লণ্ডনের বিভিন্ন দান সংগঠন সমিতির কার্যাবলির সমন্বয় সাধন;
২. প্রত্যেক সংস্থাকে সংস্কার কাজের সাথে পরিচিত করা;
৩. সকল সাহায্যদানের বিষয়ে একটি রেজিষ্ট্রি ব্যুরো স্থাপন করা;
৪. বস্তুগত সাহায্যদানের পরিবর্তে দরিদ্রদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে ব্যক্তিগত সেবা প্রদান; এবং
৫. দারিদ্র্য প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত হওয়া।

### আমেরিকার দান সংগঠন সমিতি

১৮৬১ সালে আমেরিকায় সৃষ্ট গৃহযুদ্ধ মানুষের সামগ্রিক জীবনে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। ফলশ্রুতিতে ১৮৭৩ সালে অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি হয়। গৃহযুদ্ধের পর ১৮৬৯ সালে মন্দাবস্থা অনেক ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সমষ্টিগত সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে। অবস্থার প্রয়োজনে ইংল্যাণ্ডে ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত দান সংগঠন সমিতির অনুকরণে আমেরিকাতেও দান সংগঠন আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৭৭ সালে আর. এইচ. গার্টিন নিউইয়র্কের বাফেলো শহরে সর্বপ্রথম Charity Organization Society (COS) প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রধান তিনটি নীতিমালা অনুসরণ করে এই সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হতো :

১. স্থানীয় দান সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে বোর্ড গঠন করে এগুলোর মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করা;
২. কেন্দ্রীয়ভাবে দরিদ্রদের গোপনীয় তালিকা প্রস্তুত করা এবং
৩. বন্ধুভাবাপন্ন পরিদর্শকের মাধ্যমে সকল সাহায্যার্থীর সামাজিক অবস্থা তদন্ত সাপেক্ষে সাহায্যের ধরন নিরূপণ করা।

## সারসংক্ষেপ

COS এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় অবদান হলো ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকাতে আধুনিক পেশাদার সমাজকর্মের ভিত্তি স্থাপন ও বিকাশ সাধন। COS এর নীতিমালার আওতায় দরিদ্রদের প্রকৃত অবস্থা তদন্তের স্বার্থে সমাজকর্মের প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া হয়। এ্যানা এল. ডয়েস সর্বপ্রথম সমাজকর্মে সেবাদানের জন্য COS কর্মীদের প্রশিক্ষণ দানের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। সুতরাং বলা যায় COS হলো পেশাগত সমাজকর্মের বিকাশের প্রস্তাবক, ধারক ও বাহক।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। ইংল্যাণ্ডে কত সালে COS বা দান সংগঠন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৮৬৯ সালে খ) ১৮৭৩ সালে
গ) ১৮৭৭ সালে ঘ) ১৮৮৩ সালে

২ আমেরিকায় কত সালে COS বা দান সংগঠন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৮৫৯ সালে খ) ১৮৭১ সালে
গ) ১৮৭৫ সালে ঘ) ১৮৭৭ সালে

# পাঠ-২.৪ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স'র কার্যক্রম ও ভূমিকা (Activities and Role of National Association of Social Workers in the Development of Social Work Profession)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

২.৪.১ ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স কী তা বলতে পারবেন।
২.৪.২ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে এর কার্যক্রম ও ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

### ২.৪.১ ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স কী ?

ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স বা জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি বিশ্বে পেশাগত সমাজকর্মীদের অন্যতম বৃহত্তম পেশাগত সংগঠন। সমাজকর্মের সদস্যনির্ভর এ সংগঠনটির সদস্য সংখ্যা ১৯৯১ সালে ১,৩০,০০০ এর উপর পৌঁছায়, ২০১২ সালে এই সদস্য সংখ্যা হয় প্রায় ১ লাখ ৪৫ হাজার।

সমাজকর্মের প্রথম পেশাগত সংগঠন আমেরিকান এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স ১৯২৯ সাালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজকর্মের পেশাগত শিক্ষাকে সুসমন্বিত ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আমেরিকায় ১৯৫২ সালে জাতীয় সমাজকর্ম শিক্ষা পরিষদ গঠন করা হয়। পরিষদ সমাজকর্মকে একক ও স্বতন্ত্র পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠনগুলোকে সমন্বিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পেশাদার সমাজকর্মীদের বৃহৎ সংগঠন জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) ১৯৫৫ সালে আমেরিকার কর্মরত সমাজকর্মীদের বিভিন্ন পেশাগত সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

### ২.৪.২ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে NASW'র কার্যক্রম ও ভূমিকা

NASW বা জাতীয় সমাজকর্মী সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমাজকর্ম সেবার প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন; সমাজকর্ম শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন; সমাজকর্ম বিষয়ে জনগণের ধারণা বৃদ্ধি করা; সমাজকর্মীদের বেতন-ভাতাদি, কর্মপরিবেশ ও অবস্থার উন্নয়ন করা; পেশাগত মানদণ্ডের উন্নয়ন ও সমাজকর্মীদের যোগ্যতা প্রত্যায়িত করা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পেশা হিসেবে সমাজকর্মের উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো।

সমাজকর্ম অনুশীলনের মান বজায় রাখার লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে NASW সমাজকর্মের পেশাগত নৈতিক মানদণ্ড প্রণয়ন করে। ১৯৯৬ সালে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি বিধানের লক্ষ্যে নৈতিক মানদণ্ডগুলোকে বেশ কয়েকবার সংশোধন করে NASW কর্তৃক গৃহীত মানদণ্ডসমূহ সমাজকর্মকে পেশার মর্যাদাদানের পাশাপাশি পেশার মানোন্নয়নে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত।

পেশাগত কার্যানুশীলনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি একটি আবশ্যকীয় বিষয়। সাধারণত পেশাগত লাইসেন্স বা রেজিস্ট্রেশন প্রদানের মাধ্যমে কোনো পেশাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়। সমাজকর্মীদের সার্টিফিকেট ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান জাতীয় সমাজকর্মী সমিতির দায়িত্ব। NASW ১৯৬১ সালে Academy of Certified Social Workers প্রতিষ্ঠা করে। ফলে এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সমাজকর্মীদের পেশাগত মান ও যোগ্যতা উন্নয়নের লাইসেন্স ও পেশাগত সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। পেশাগত সমাজকর্ম শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যেও NASW নিয়মিতভাবে পাঠ্যপুস্তক, জার্নাল এবং রেফারেন্স তথ্যাদি প্রকাশ করছে।

NASW এর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনী ত্রৈমাসিক প্রত্রিকা, "The Social Work"। এছাড়া সংগঠনটি প্রতিবছর Social Work Year Book নিয়মিত প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে "সমাজকর্মের বিশ্বকোষ (Encyclopedia of Social Work) প্রকাশ সমাজকর্ম পেশার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ সমিতির অনন্য অবদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি প্রত্যক্ষভাবে সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়ন ও বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশে বর্তমানে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসার ও বাস্তবায়নে এ সমিতির অবদান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্মের পেশাগত মর্যাদা দানে পেশাদার সংগঠনগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পেশাদার সমাজকর্মের নৈতিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠায়, সমাজকর্মকে পেশাগত স্বীকৃতি প্রদানে এবং সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসারে ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক) ১৯২৯ সালে খ) ১৯৩৯ সালে

গ) ১৯৪৯ সালে ঘ) ১৯৫৯ সালে

২। সমাজকর্মীদের বৃহৎ সংগঠন NASW কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক) ১৯৪৫ সালে খ) ১৯৫৫ সালে

গ) ১৯৬৫ সালে ঘ) ১৯৭৫ সালে

## পাঠ-২.৫ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে কাউন্সিল অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন'র কার্যক্রম ও ভূমিকা (Activities and Role of Council on Social Work Education in the Development of Social Work Profession)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

২.৫.১ কাউন্সিল অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন কী তা বলতে পারবেন।

২.৫.২ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে CSWE এর কার্যক্রম ও ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ২.৫.১ কাউন্সিল অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন বা CSWE কী?

Council on Social Work Education (CSWE) আমেরিকায় সমাজকর্ম শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের সংগঠন। এর প্রধান কার্যক্রম হলো শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা ও নতুন নতুন সমাজকর্ম কর্মসূচি প্রবর্তন। প্রচলিত সমাজকর্ম কর্মসূচি মূল্যায়ন, সমাজকর্ম শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি প্রকাশনার ব্যবস্থাকরণ ও বিতরণ এবং সমাজকর্ম কর্মসূচি উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ প্রভৃতি। ১৯৫১ সালে CSWE সমাজকর্ম পেশাজীবীদের জন্য ন্যূনতম দুই বছরের মাস্টার্স কোর্সের শর্ত বেধে দেয়।

### ২.৫.২ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে CSWE এর কার্যক্রম ও ভূমিকা

সমাজকর্ম শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং দক্ষ ও যোগ্য সমাজকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাউন্সিল অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন কাজ করে যাচ্ছে। সমাজকর্ম শিক্ষার উন্নয়নে এই কাউন্সিল নেতৃত্ব প্রদান করে চলেছে। এর উদ্দেশ্য হলো সমাজকর্ম শিক্ষার মান প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণ। এটি আমেরিকার শিক্ষা দফতরের সহায়তায় কাজ করে। সংস্থাটি প্রতিবছর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে সমাজকর্ম শিক্ষা সম্পর্কিত বার্ষিক সভার আয়োজন করে; সমাজকর্ম শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট বই, বুকলেট এবং The Journal of Social Work Education প্রকাশ করছে। ১৯৮২ সালে CSWE আমেরিকার পেশাদার সমাজকর্মের curriculum policy statement গ্রহণ করে। যার মধ্যে সমাজকর্ম শিক্ষার বিষয়বস্তুর প্রধান দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। প্রতি দশ বছর পর পর কারিকুল্যাম পলিসি সংশোধন করে সমাজকর্ম পাঠ্যক্রমকে হালনাগাদ করা হয়। সমাজকর্ম শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং পেশাগত অনুশীলনের কার্যকারিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর প্রকাশনা সার্ভিস বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

CSWE পরিচালিত ক্যাথারিন এ. ক্যানডাল ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন (Katherine A. Kendall Institute for International Social Work Education) বিশ্বব্যাপী সমাজকর্ম শিক্ষার ফেলোশিপ প্রদান করছে। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সমাজকর্ম পাঠ দানে CSWE এর অনুমোদন বাধ্যতামূলক।

### সারসংক্ষেপ

CSWE আমেরিকার পেশাদার সমাজকর্মের একটি অলাভজনক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৫২ সালে জাতীয় পেশাগত সংগঠন হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমাজকর্মের শিক্ষার্থী, পেশাগত সংগঠন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে CSWE গঠিত।

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনটি সমাজকর্ম শিক্ষার অনুমোদন দেয়?
- ক) IFSW
- খ) UN
- গ) UNICEF
- ঘ) CSWE

২। CSWE কোথায় প্রতিষ্ঠা করা হয়?
- ক) আমেরিকায়
- খ) ইংল্যাণ্ডে
- গ) জাপানে
- ঘ) চীনে

# পাঠ-২.৬ শিল্পবিপ্লবের ধারণা (Concept of Industrial Revolution)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১.৬.১ শিল্পবিপ্লব কী তা বলতে পারবেন।

১.৬.২ শিল্পবিপ্লবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

## ২.৬.১ : শিল্পবিপ্লব কী?

শিল্পবিপ্লবকে সহজ ভাষায় শিল্প সংশ্লিষ্ট বিপ্লব বলে অভিহিত করা যায়। বিপ্লব শব্দটি দ্বারা কোনো ক্ষেত্রের মৌল পরিবর্তনকে বুঝায়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিল্প সংশ্লিষ্ট যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে, যা উৎপাদন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছে তাকে বিপ্লব বলাই শ্রেয়। শিল্পবিপ্লব সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবেদীন কাদের বলেন, ১৭৬০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে একটা সুদূর প্রসারী ও দীর্ঘ সময়ব্যাপী সামাজিক বিপ্লব বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন বয়ে আনে। আর এ ধরনের পরিবর্তন মানব সভ্যতার ইতিহাসে আগে দেখা যায়নি। এর ফলে বদলে গেছে পৃথিবীর বাহ্যিক চেহারা, মৌল কাঠামোতে এসেছে পরিবর্তন। মানুষের জীবনাচারণ ও জীবনযাপন রীতিতে এসেছে বিরাট এক ভিন্নতা।

শিল্পবিপ্লব সম্পর্কে Professor Lady Williams বলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নয়ন এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে তার ব্যবহারের ফলে মানব জীবন যাত্রার যে পরিবর্তন এসেছে তাই শিল্পবিপ্লব।

The New Encyclopedia of Britannica তে বলা হয়েছে, শিল্পবিপ্লব হচ্ছে কৃষিভিত্তিক হস্তশিল্পনির্ভর অর্থনীতি থেকে যন্ত্রচালিত উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া; যা অষ্টাদশ শতকে ইংল্যাণ্ডে শুরু হয়ে বিশ্বের অন্যান্য অংশে বিস্তার লাভ করে।

সমাজকল্যাণ অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, শিল্পবিপ্লব হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনাদি, যা অষ্টদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কারখানা ব্যবস্থায় সূচনা ঘটেছে।

১৭৬০ সাল থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সুদূর প্রসারী ও দীর্ঘ সময়ব্যাপী সামাজিক বিপ্লব বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং শিল্প প্রসারে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমেই শিল্পবিপ্লবের গতিময়তা বৃদ্ধি পায়। আর শিল্পবিপ্লব প্রত্যয়টির নামকরণ করেন আরনল্ড টয়েনবি।

## ২.৬.২ শিল্পবিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপট, কারণ, ধরন, প্রকৃতি এবং প্রভাব পর্যালোচনায় এর নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে :

১. **প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন** : উৎপাদন, যোগাযোগ, পরিবহন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কায়িক শ্রমের পরিবর্তে শক্তিচালিত যন্ত্রের ব্যবহার প্রয়োগ করা হয়।

২. **মানব সভ্যতার দুটি ভাগ** : শিল্পবিপ্লব এর আগে ও পরের মানব সভ্যতার মধ্যে পুরোপুরি সীমারেখা টেনে পৃথক করে দেয়।

৩. **পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ** : সামন্তবাদের স্থলে পুঁজিবাদের প্রতিস্থাপন হয়। কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ।

৪. **বৃহদায়তন শিল্পের আবির্ভাব :** গৃহকেন্দ্রিক ক্ষুদ্রাকৃতির উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তে বৃহৎ আকারে যন্ত্রচালিত উৎপাদন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়।

৫. **উৎপাদন ব্যয় কম** : শিল্পবিপ্লবের ফলে কায়িক শক্তির পরিবর্তে যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার এবং কম সময়ে ব্যাপক উৎপাদনের ফলে উৎপাদন ব্যয় কমে যায়।

৬. **আমূল পরিবর্তন :** উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ফলে জীবনযাত্রার ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

৭. **শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি :** কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে দ্রুত শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠে।
৮. **মজুরিভিত্তিক শ্রম :** কাজের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে শ্রমের মজুরি নির্ণীত হয়।
৯. **প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি :** বৃহদায়তন শিল্পের ফলে একই পণ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানে উৎপাদিত হওয়ায় প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়।
১০. **কৃষির আধুনিকীকরণ :** প্রাচীন আমলের লাঙ্গল জোয়াল আর প্রকৃতিনির্ভর সেচ ব্যবস্থার পরিবর্তে ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার, গভীর নলকূপ ইত্যাদি উদ্ভব হওয়ায় কৃষির আধুনিকীরকণের মাধ্যমে উৎপাদন প্রসার ঘটেছে।

## সারসংক্ষেপ

বৃহদায়তন শিল্পের আবির্ভাব সমাজ ও চিন্তার জগতে আমূল পরিবর্তন, গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা, সামাজিক শ্রেণি ও সম্পর্কের উদ্ভব, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, পুঁজিবাদী ও গণতন্ত্রের বিকাশ শিল্পবিপ্লবের অন্যতম দিক। এর ফলে মানুষের জীবন-যাপনে আসে আমূল পরিবর্তন। উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে বৃহদায়তন শিল্পের। প্রযুক্তির ব্যবহার সহজ করেছে মানুষের জীবনাচরণ এবং সৃষ্টি করেছে প্রতিযোগিতার। ফলে পণ্য উৎপাদনে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। শিল্পবিপ্লব প্রত্যয়টির নামকরণ করেছিলেন কে?
ক) আর. টি. শেফার খ) আরলণ্ড গ্রিণ
গ) আরনল্ড টয়েনবি ঘ) এস. সি. হান্টিংটন

২। সমাজের অমূল পরিবর্তন সাধিত হয় কেন?
ক) কৃষিবিপ্লবের ফলে খ) শিল্পবিপ্লবের ফলে
গ) নগরায়নের ফলে ঘ) সবুজবিপ্লবের ফলে

## পাঠ-২.৭ আর্থ-সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের প্রভাব (Impact of Industrial Revolution on Socio-economic Life )

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

২.৭.১ আর্থ-সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
২.৭.২ আর্থ-সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

### ২.৭.১ আর্থ-সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাব

শিল্পবিপ্লবের সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান। শিল্পবিপ্লব এবং এর ফলশ্রুতি হিসেবে মানব আবিষ্কার ও বিভিন্ন প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে করেছে সহজতর, আরামপ্রদ, জীবনযাত্রার প্রণালীতে এনেছে ভিন্নতা, জীবনকে করেছে সমৃদ্ধ। যদিও শিল্পবিপ্লব অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়; এটি ইতিবাচক ধারায় সমাজস্থ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে মানবকল্যাণের নব দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। নিচে মানবজীবনে শিল্পবিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাব তুলে ধরা হলো :

১. প্রাক-শিল্প যুগে অর্থনীতি ছিল গৃহকেন্দ্রিক, হস্তশিল্প নির্ভর, উৎপাদন ছিল মূলত নিজেদের চাহিদা কেন্দ্রিক, অর্থনীতি ছিল বদ্ধ, আর শিল্পবিপ্লব বদ্ধ অর্থনীতিকে উন্মুক্ত বাণিজ্যিক রূপে পরিবর্তিত করে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি পায় বাণিজ্য।
২. প্রাক-শিল্প যুগে ছিল বিনিময় প্রথা বিদ্যমান ছিল। অর্থনীতি গতিশীল ছিল না। বৈদেশিক বাণিজ্যের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। শিল্পবিপ্লবের ফলে অর্থনীতির বিশ্বায়ন ঘটেছে। এক দেশের সাথে অন্য দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছে।
৩. শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের আর্থিক পুঁজিগঠন ও বিনিয়োগে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রেখেছে।
৪. শিল্পবিপ্লবের ফলে নতুন নতুন আবিষ্কার, উৎপাদন বৃদ্ধি ও দ্রব্যের গুণগত মানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫. শ্রমের বিশেষায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬. ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত হয়েছে।
৭. শিক্ষা ও জ্ঞানের বিকাশ সাধিত হয়েছে।
৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯. সমাজ ও মানুষের সম্পর্কে নতুন চিন্তা চেতনার উদ্ভব ঘটেছে। সংকীর্ণ জাতিগত বা ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে মানবতাবাদ, গণতন্ত্র, সাম্য, ধর্মনিরেপক্ষতা ইত্যাদি ইতিবাচক সামাজিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়েছে।
১০. আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন ঘটেছে।
১১. সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এসেছে।
১২. শিল্পায়ন ও নগরায়ন অবিচ্ছিন্ন ধারা, শিল্পবিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল শিল্পায়ন, আর শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শহর।
১৩. সামাজিক নিরাপত্তা ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ।

## ২.৭.২ আর্থ-সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব

আগেই বলা হয়েছে, শিল্পবিপ্লব অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে আর্থ-সামাজিক জীবনে আমূল ইতিবাচক পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা হয়, শিল্পবিপ্লব শুধু আশীর্বাদই নয়, অভিশাপও বটে। নিম্নে নেতিবাচক প্রভাবসমূহ তুলে ধরা হলো :

১. **শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টি :** শিল্পবিপ্লবের ফলে সামন্ত প্রভুদের স্থান দখল করে নেয় পুঁজিপতি ও শিল্পপতিগণ; ফলে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয় এবং এ সম্পর্কে নানামুখী দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সৃষ্টি হয় শ্রেণি বৈষম্যের।
২. **কুটির শিল্পের বিলুপ্তি :** শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে বৃহদায়ন শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে কুটির শিল্পের বিলুপ্তি ঘটে।
৩. **বেকারত্ব সৃষ্টি :** যন্ত্রের আবিষ্কার হস্তনির্ভর কর্মীকে সম্পূর্ণ বেকার করে দেয়। যে কাজ দীর্ঘসময় ধরে কয়েকজন শ্রমিক করত সেটি যন্ত্রের সাহায্যে স্বল্প সময়ে একজন শ্রমিক করতে পারে। ফলে ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিক বেকারত্ব বরণ করে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে।
৪. **বস্তির উদ্ভব :** শিল্পবিপ্লবের ফল হলো শহরায়ন বা নগরায়ন। আর নগরায়নের সৃষ্টি হলো বস্তি। আবাসিক সংকটের ফলে বস্তির উদ্ভব হয়।
৫. **পরিবেশ দূষণ :** শিল্প কলকারখানার বর্জ্য, কালো ধোঁয়া ও ময়লা-আবর্জনা আস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি ও পরিবেশ দূষণ করে।
৬. **পারিবারিক বিশৃঙ্খলা :** যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার গঠন, চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ইত্যাদির ফলে দেখা দেয় পারিবারিক বিশৃঙ্খলা।
৭. **সাংস্কৃতিক শূন্যতা :** বস্তুগত সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে শিল্পবিপ্লবে সহায়তা করলেও সংশ্লিষ্ট অবস্তুগত সংস্কৃতি অবহেলিত হয়ে পড়ে। ফলে সাংস্কৃতিক শূন্যতা দেখা দেয়, যা সমাজজীবনে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি করে।
৮. **পেশাগত দুর্ঘটনা :** কলকারখানায় যন্ত্র ও শক্তির প্রয়োগ হওয়ায় পেশাগত দুর্ঘটনার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
৯. **মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা :** শিল্প দুর্ঘটনা, নিরাপত্তাহীনতা ও বেকারত্বের ফলে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। বিভিন্ন সামাজিক চাপ এবং সমস্যার সৃষ্টি হয়। অসহায়ত্ব ও একাকীত্বের যন্ত্রনা ভোগ করে মানুষ।

১০. **সামাজিকীকরণের অভাব :** শিল্প সমাজব্যবস্থায় পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সকল সদস্য ঘরের বাইরে কাজে নিয়োজিত হয়, বিধায় শিশু-সন্তানরা স্নেহ-যত্ন বঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং এর ফলে তাদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ ব্যাহত হয়।

১১. **নৈতিক অধঃপতন :** সম্পর্কের চেয়ে সম্পত্তি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত কারণে শিল্পসমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরে প্রায় সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা তথা নৈতিক অধঃপতন পরিলক্ষিত হয়।

## সারসংক্ষেপ

শিল্পবিপ্লবের প্রভাব সুদূরপ্রসারিত যা মানবজীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। শিল্পবিপ্লব যেমন মানুষকে উন্নত জীবন ব্যবস্থার দিকে ধাবিত করেছে তেমনি সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে আধুনিক রূপ দান করেছে। তাই আমরা শিল্পবিপ্লবের ইতিবাচক ও নেতিবাচক রূপ লক্ষ্য করে থাকি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোন দেশে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়?
ক) ইংল্যাণ্ডে খ) ইতালিতে
গ) জার্মানিতে ঘ) ফ্রান্সে

২। শিল্পবিপ্লব কোন শিল্পকে ধ্বংস করেছে?
ক) কুটির শিল্পকে খ) মাঝারি শিল্পকে
গ) বৃহৎ শিল্পকে ঘ) আধুনিক শিল্পকে

৩। শিল্পবিপ্লব কোন অর্থনীতির বিকাশ ঘটায়?
ক) মৌলিক অর্থনীতি খ) পুঁজিবাদী অর্থনীতির
গ) বিকাশমান অর্থনীতির ঘ) সহায়ক অর্থনীতি

## পাঠ-২.৮ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা (Role of Industrial Revolution in the Development of Social Work Profession)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

২.৮ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ২.৮ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা

শিল্পবিপ্লবের ফলে পৃথিবীর সার্বিক চেহারা বদলে গেছে এবং পরিবর্তন ঘটেছে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি সকল ক্ষেত্রেই শিল্পবিপ্লবের প্রভাব পড়েছে। শিল্পবিপ্লবের প্রভাব পুরোটাই ইতিবাচক নয়, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। পারিবারিক ভাঙ্গন, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, অস্থিতিশীলতা, সামাজিক অসঙ্গতি, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি বিপ্লব পরবর্তী সময়ে বেগবান হয়। এসব সমস্যার যৌক্তিক সমাধান দানশীলতা নির্ভর প্রাচীন সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেয়া সম্ভব ছিল না; এবং এরই প্রেক্ষিতে উদ্ভুত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে এবং সুস্থ্য সামাজিক পরিবেশ ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক ও

মানসিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্ভব ঘটে আধুনিক পেশাদার সমাজকর্মের। সমাজকর্ম পেশার বিকাশে শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা হলো :

১. **সুসংগঠিত সেবা কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা :** নতুন সুসংগঠিত সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বহুমুখী সমস্যা সমাধানে মানবতাবাদী ও ধর্মীয় অনুশাসনভিত্তিক সমাজসেবার পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সুসংগঠিত ও যৌক্তিক সমাজসেবা কার্যক্রম অপরিহার্য হয়ে উঠে। এরই ভিত্তিতে গড়ে উঠে পেশাদার সমাজকর্মের।

২. **সমাজকর্মের ব্যবহারিক শিক্ষার সূচনা :** শিল্পবিপ্লব পরবর্তী মনোসামাজিক সমস্যা সমাধানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সূচনা হয়। ১৯০০ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকার হাসপাতালগুলোতে Richmond ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের শুরু করেন।

৩. **সমাজকর্মভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্ভব :** সমাজকর্ম বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পেশাদার সমাজকর্মীর চাহিদা পূরণের জন্য New York School of Social Work ও Tata Institute of Social Work এর মতো সমাজকর্মভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রসার লাভ করে।

৪. **মনস্তাত্ত্বিক সমাজকর্মের উদ্ভব :** মানসিক হাসপাতালগুলোতে মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ প্রদানের জন্য মনস্তাত্ত্বিক সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে। ১৮৩৭ সালে এডওয়ার্ড সেগুয়ান মানসিক রোগীদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

৫. **সমাজকর্ম পদ্ধতির উদ্ভব :** শিল্পবিপ্লবের ফলে উদ্ভূত নানাবিধ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা মোকাবিলায় পেশাদার সমাজকর্মের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে।

৬. **অপরাধ বিজ্ঞানের বিকাশ :** শিল্পবিপ্লবের ফলে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

কার্যত শিল্পবিপ্লবের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন কল্যাণকামী মানুষদের কাছাকাছি আসার সুযোগ করে দিয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা চিন্তাশীল মানুষের চিন্তার পরিসর বৃদ্ধি করেছে। মানুষ মানুষের কল্যাণ নিয়ে চিন্তা, আলোচনা, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা শুরু করে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সমস্যার গতি-প্রকৃতি পরিবর্তন হয়ে এক রূপ থেকে অন্যরূপ ধারণ করে। ফলে প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় পেশাদার সমাজকর্মীর। কার্যত, শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সমাজের সামাজিক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সমাজকর্ম পেশাদারিত্ব লাভ করে।

## সারসংক্ষেপ

শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট জটিল ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে সমাজকর্মে পেশাগত শিক্ষা কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটে। শিল্পবিপ্লবই সনাতন সমাজকল্যাণ ধারাকে সংগঠিত করে প্রাতিষ্ঠানিক এবং পদ্ধতিগত ধারায় রূপান্তরিত করেছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। শিল্পায়ন ও শহরায়নজনিত সমস্যা মোকাবিলায় অধিক যুক্তিযুক্ত উপায় কোনটি?

ক) প্রচলিত সেবা দান সম্প্রসারণ খ) সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ
গ) সনাতন পদ্ধতির অনুশীলন ঘ) বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তথ্যের অনুশীলন

২। শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট জটিল ও বহুমুখী সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের যে পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে?

i. মৌলিক পদ্ধতি ii. প্রাথমিক পদ্ধতি iii. সহায়ক পদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্ম পেশার সূত্রপাত হয় কোথায়?
ক) ইংল্যাণ্ডে খ) ভারতে
গ) আমেরিকায় ঘ) জার্মানিতে

২। সমাজকর্মকে পেশার মর্যাদায় উপনীত হতে যে আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে–
i. ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন
ii. ১৮৩৪ সালের দরিদ্র সংস্কার আইন
iii. ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশনের সুপারিশে প্রণীত আইনসমূহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। নির্ভরশীল শিশু বলা হয়–
i. এতিমদের ii. বেওয়রিশদের iii. বিকলাঙ্গদের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। সমাজকর্মকে পেশার মর্যাদায় উপনীত করতে যে সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে–
i. COS ii. NASW iii. CSWE
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৫-৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**
সাগর ইংল্যাণ্ডের প্রথম দরিদ্র আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করে। সে দেখতে পায় এখানে দরিদ্রদেরকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই আইনটি দরিদ্রদের জন্য একটি গঠনমূলক পদক্ষেপ ছিল।

৫। উদ্দীপকে বর্ণিত দরিদ্র আইনটি প্রণীত হওয়ার সাল হিসেবে সমর্থনযোগ্য কোনটি?
ক) ১৩৪৯ সালে খ) ১৩৫২ সালে
গ) ১৫০১ সালে ঘ) ১৬০১ সালে

৬। উক্ত আইনে দরিদ্রদেরকে বিভক্তিকৃত শ্রেণির সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

৭। উক্ত আইনটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?
ক) অধিকার আইন খ) সামাজিক আইন
গ) শ্রমিক আইন ঘ) নিরাপত্তা আইন

৮। NASW গঠিত হয় কত সালে?
ক) ১৯৪৫ সালে খ) ১৯৫৫ সালে
গ) ১৯৬৫ সালে ঘ) ১৯৭৫ সালে

## খ.সৃজনশীল প্রশ্ন

১। তুলারামপুর ইউনিয়নে অনেক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা দারিদ্র্য নিরসনে কাজ করে। সবগুলো সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি সাহায্যের পুনরাবৃত্তি রোধ

করে। বিভিন্ন সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা করে এই সমিতি। আর সমিতির লক্ষ্য হয় বস্তুগত সাহায্যের পরিবর্তে আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টির।

ক) আমেরিকায় দান সংগঠন সমিতি গড়ে ওঠে কখন? ১
খ) শিল্পবিপ্লব কীভাবে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটায়? ২
গ) উদ্দীপকে তুলারামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সমাজকর্মের ইতিহাসের কোন সমিতির অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) 'দারিদ্র্য নিরসনে সমাজকর্মের ইতিহাসের উক্ত সমিতি উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে' –উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। অনিদের এলাকায় চাষীরা এখন হালচাষে লাঙ্গল বলদের পরিবর্তে ট্রাক্টর ব্যবহার করে। আগে ছোট ছোট যন্ত্র ব্যবহার করে ঘরে বসে শিল্পদ্রব্য তৈরি হতো। এখন বৃহৎ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কারখানায় বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করা হয়।

ক) কত সালে দরিদ্র আইন সংস্কার করা হয়? ১
খ) CSWE সম্পর্কে ধারণা দিন। ২
গ) উদ্দীপকে অনিদের এলাকায় কিসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়?– ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) 'অনিদের এলাকায় ঘটে যাওয়া বিষয়টির অবিমিশ্র আশীর্বাদ রয়েছে'– উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ : ১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫ : ১। ঘ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬ : ১। গ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭ : ১। ক ২। ক ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৮ : ১। খ ২। খ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ২ : ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। ঘ ৬। খ ৭। ঘ ৮। খ